সরকারী ভাবে জি টু জি পদ্ধতিতে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণের নির্দেশিকা

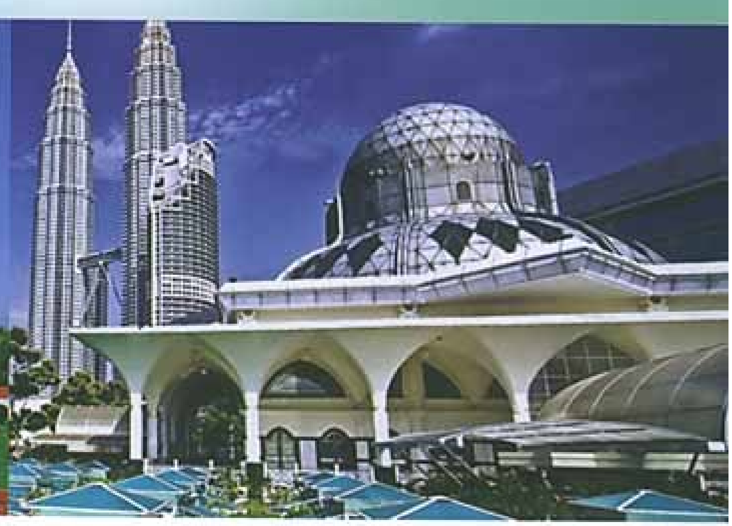

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
www.bmet.gov.bd

সরকারী ভাবে জি টু জি পদ্ধতিতে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণের নির্দেশিকা

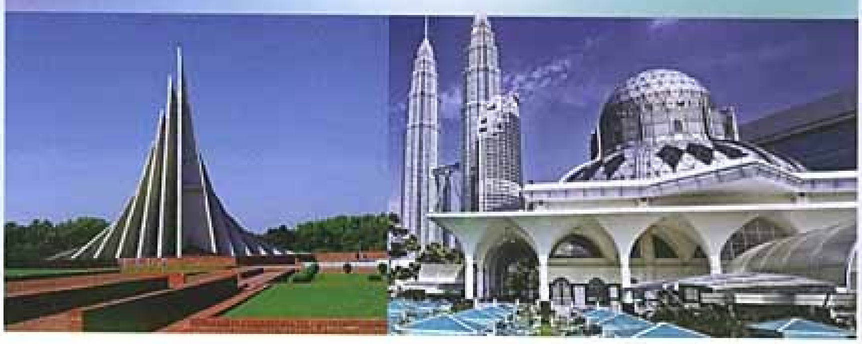

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
www.bmet.gov.bd

বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া সরকারের মধ্যে ২৬ নভেম্বর, ২০১২ তারিখে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (MOU) অনুযায়ী জি টু জি পদ্ধতিতে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণের নির্দেশিকা

১. সরকারি পর্যায়ে অর্থাৎ Government to Government (জি টু জি) পদ্ধতিতে স্বল্প অভিবাসন ব্যয়ে কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে গত ২৬ নভেম্বর ২০১২ তারিখে মালয়েশিয়ার পুত্রজায়ায় জনশক্তি রপ্তানির বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ফলে বাংলাদেশ হতে মালয়েশিয়ায় সরকারি ভাবে কর্মী গমনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

২. পর্যায়ক্রমে মালয়েশিয়ার সরকার ম্যানুফ্যাকচারিং, নির্মাণ, কৃষি, সেবা ও প্লান্টেশন খাতে বাংলাদেশী কর্মী নিবে। তবে প্রথম পর্যায়ে মালয়েশিয়ার সরকার ত্রিশ হাজার প্লান্টেশন কর্মী নেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

৩. প্লান্টেশন ক্যাটাগরিতে রেজিস্ট্রেশনে আগ্রহী কর্মীদের নিম্নোক্ত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে :
ক. আগ্রহী কর্মীদের বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।
খ. কৃষিকাজে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় রাবার বাগানে কাজ করতে আগ্রহী হতে হবে।
গ. বয়স সীমা ১৮-৪৫ বছর এর মধ্যে হতে হবে।
ঘ. গ্রাম এলাকার প্রকৃত বাসিন্দা হতে হবে।
ঙ. কর্মীর উচ্চতা কমপক্ষে ৫ ফুট বা তদূর্ধ্ব।
চ. শরীরের ওজন কমপক্ষে ৫০ কেজি ও মেডিক্যালি ফিট হতে হবে।
ছ. সর্বনিম্ন ২৫ কেজি ওজনের মালামাল হাতে করে বহনের ক্ষমতা থাকতে হবে।

৪. প্লান্টেশন ক্যাটাগরিতে কর্মীদের মাসিক মূলবেতন ৯০০ মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত যা বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ২৫,০০০/-(পঁচিশ হাজার টাকা)। নিয়োগকর্তা কর্মীদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করবেন।

৫. বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) ও এর অধীনস্থ সকল জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডিইএমও) এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) সরকারিভাবে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করবে। প্রয়োজনে সরকারের অন্যান্য সংস্থার সহায়তা গ্রহণ করা হবে।

৬. জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সমন্বয়ে জি টু জি পদ্ধতিতে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ব্যুরোতে 'মালয়েশিয়া সেল' নামে একটি সেল গঠণ করা হবে। উক্ত সেলের অধীনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক টিম কর্মীদের মালয়েশিয়া গমনের সকল আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। সুষ্ঠুভাবে মালয়েশিয়া কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

৭. জি টু জি পদ্ধতিতে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণের জন্য অনলাইনে কর্মীদের রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করতে বিএমইটিতে স্বতন্ত্র Dedicated Server স্থাপন করা হবে।

৮. মালয়েশিয়া সরকারের নিকট থেকে সময়ে সময়ে চাহিদা প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে বিএমইটি উপযুক্ত কর্মীর রেজিস্ট্রেশনের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবে। যে সংখ্যক কর্মীর চাহিদা পাওয়া যাবে তার থেকে ১৫% বেশী কর্মীর রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ প্রদান করা হবে।

৯. অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার সময়সূচী ও করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচার করা হবে। যে কোন স্থান হতে প্রিন্টার সুবিধাসহ ইন্টারনেটের মাধ্যমে এবং ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র হতে এই রেজিস্ট্রেশন করা যাবে । রেজিস্ট্রেশনের জন্য কোন ফি প্রয়োজন হবে না। Job Seekers Registration Form for Malaysia সংলাগ-১ এ দেখানো হ'ল।

১০. সফলভাবে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হলে এবং প্রিন্ট নেয়ার সুযোগ থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্মী সাথে সাথেই রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ একটি কার্ড প্রিন্ট করতে পারবেন অথবা পেনড্রাইভে নিয়েও রেজিস্ট্রেশন কার্ড প্রিন্ট করা যাবে এবং SMS এর মাধ্যমেও কর্মীকে অবহিত করা হবে। উক্ত কার্ডে কর্মী বাছাইয়ের জন্য নির্ধারিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (টিটিসি) নাম, স্থান ও তারিখ উল্লেখ থাকবে। সারাদেশে ১৩(তের)টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (টিটিসি) বাছাই কার্যক্রম চলবে। বাছাইয়ের জন্য নির্ধারিত জেলাওয়ারী টিটিসিসমূহের নাম ও ঠিকানা সংলাগ-২ এ দেখানো হ'ল।

১১. দেশের সকল উপজেলা হতে মালয়েশিয়া গমনেচ্ছু কর্মীদের সমান সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক অনুসৃত জনসংখ্যার ভিত্তিতে রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রত্যেক উপজেলার কোটা নির্ধারণ করা হবে এবং 'আগে আসলে আগে পাবেন' ভিত্তিতে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হবে। রেজিস্ট্রেশনের সময় উপজেলা কোটা পূরণ হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঐ উপজেলার রেজিস্ট্রেশন বন্ধ হয়ে যাবে। কোন উপজেলার রেজিস্ট্রেশনের কোটা পূরণ না হলে সামষ্টিকভাবে সংশ্লিষ্ট জেলা হতে কোটা পূর্ণ করা হবে।

১২. সফটওয়্যারটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যে, একবার রেজিস্ট্রেশন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলে তা পরিবর্তন করা যাবেনা এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলার কর্মীর রেজিস্ট্রেশনের কোটা পূর্ণ হয়ে গেলে আর কোন নাম ঢুকানোর সুযোগ থাকবে না।

১৩. টিটিসিসমূহের প্রতিটি বাছাই কেন্দ্রে যুগ্মসচিব/উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তার নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি, পুলিশ সুপারের প্রতিনিধি, ডিইএমও'র সহকারী পরিচালক এবং টিটিসি'র অধ্যক্ষের সমন্বয়ে একটি সুপারভাইজিং কমিটি বাছাইকালীন সময়ে সার্বক্ষণিকভাবে দায়িত্ব পালন করবেন। উক্ত কমিটিতে সংশ্লিষ্ট টিটিসি'র অধ্যক্ষ সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।

১৪. নির্ধারিত টিটিসিতে গঠিত উক্ত সুপারভাইজিং কমিটি রেজিস্ট্রেশনকৃত সাক্ষাৎকার প্রার্থী কর্মীর সংখ্যা অনুযায়ী টিটিসি'র প্রশিক্ষকদের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাছাই কমিটি গঠণ করতে পারবেন। বাছাই কমিটি সুনির্দিষ্টভাবে কর্মীর বয়স, উচ্চতা, ওজন এবং ২৫ কেজি ভারবহনের শারীরিক সক্ষমতা যাচাই করবে।

১৫. ইতোপূর্বে মালয়েশিয়া সরকার কর্তৃক যে সকল কর্মীকে অপরাধমূলক কার্যক্রমের জন্য অযোগ্য বা অবাঞ্ছিত ঘোষনা করা হয়েছে এবং যারা ফৌজদারী মামলায় সাজা প্রাপ্ত হয়েছেন তারা মালয়েশিয়ায় গমণের জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। তথ্য গোপন করে কোন কর্মী মালয়েশিয়া গমণের চেষ্টা করলে বা গমণ করলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৬. কর্মী বাছাই কালে বাছাই কমিটি চাকুরীর সকল শর্তাবলী, সুযোগ-সুবিধা, কাজের ধরণ এবং এক ক্যাটাগরীর কর্মী অন্য ক্যাটাগরীতে কাজ করতে পারবে না মর্মে কর্মীকে অবহিত করবেন।

১৭. বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত কর্মীদের সংশ্লিষ্ট টিটিসি'তেই ছবিসহ ফিঙ্গার প্রিন্ট গ্রহণ এবং মেডিকেল টেস্ট করা হবে।

১৮. আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার দায়িত্ব পালন করবে। এ লক্ষ্যে আইওএম সংশ্লিষ্ট টিটিসিতে ভ্রাম্যমান স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করবে। স্বাস্থ্য পরীক্ষায় আনফিট কর্মীগণ মালয়েশিয়া গমণের জন্য অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন। মালয়েশিয়া গমনের পর স্বাস্থ্য পরীক্ষায় কোন কর্মী অযোগ্য বিবেচিত হলে কর্মীকে দেশে ফেরত আনাসহ কর্মীর যাবতীয় ক্ষতিপূরণ আইওএম বহন করবে।

১৯. সুপারভাইজিং কমিটি এবং বাছাই কমিটি কর্তৃক কর্মী বাছাইয়ের পর একটি Clean Database তৈরী হবে। বাছাইকৃত কর্মীদের তালিকার একটি প্রিন্ট কপি সকল সদস্য স্বাক্ষর করে বিএমইটিতে স্থাপিত 'মালয়েশিয়া সেল' এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

২০. বাছাইকৃত কর্মীদের Clean Database বিএমইটি'র সার্ভার হতে অনলাইনের মাধ্যমে মালয়েশিয়ার মানব সম্পদ মন্ত্রণালয়ে এবং কুয়ালালামপুরস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনে প্রেরণ করা হবে।

২১. নির্বাচিত কর্মীগণ মালয়েশিয়া গিয়ে যাতে কোন সমস্যায় না পরে এবং সে দেশের আইন সম্পর্কে পূর্ব হতেই অবগত থাকেন সে লক্ষ্যে তাদের সংশ্লিষ্ট টিটিসিতে দশ দিনের ওরিয়েন্টেশন/ট্রেনিং দেয়া হবে। উল্লেখ্য যে, এই ট্রেনিং-এ মালয়েশিয়ার ভাষা, খাবার, সংস্কৃতি, আইন ও কাজের ধরণ সম্পর্কে কর্মীদের প্রয়োজনীয় ধারনা দেয়া হবে।

২২. পর্যায়ক্রমে সিরিয়াল অনুসারে মালয়েশিয়ান নিয়োগকর্তাগণ উক্ত Clean Database হতে কর্মীদের চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করবে এবং মালয়েশিয়া সরকার কর্মীদের নামে Visa With Reference (VWR) ইস্যু করবে।

২৩. মালয়েশিয়া হতে কর্মীদের নামে Visa With Reference (VWR) প্রাপ্তি পরবর্তী করণীয় বিষয়ে বিএমইটি'র মালয়েশিয়া সেল কর্মীকে মোবাইলে SMS ও অন্যান্য মাধ্যমে অবহিত করবে।

২৪. কর্মীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফি, প্রশিক্ষণ ফি, ভিসা প্রসেসিং ফি, বহির্গমন ছাড়পত্র সংক্রান্ত ফি, ভ্রমণ কর, বিমানের টিকেট (যদি নিয়োগকর্তা বহন না করে) ও সার্ভিস চার্জ ইত্যাদি বাবদ আনুমানিক ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা খরচ হবে। তবে সরকার সময়ে সময়ে প্রয়োজনবোধে অভিবাসন ব্যয় বাড়াতে বা কমাতে পারবে।

২৫. স্বল্প/প্রকৃত ব্যয়ে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণ নিশ্চিত করা হবে। অভিবাসন ব্যয় বাবদ সরকার নির্ধারিত অর্থ গ্রহণ করার জন্য 'মহাপরিচালক, বিএমইটি'র অনুকূলে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে একটি স্বতন্ত্র হিসাব খোলা হবে। অভিবাসন ব্যয় কর্মীগণ সরাসরি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে বিএমইটি'র মহাপরিচালকের উক্ত হিসাবে জমা দিবেন।

২৬. কর্মীগণ টাকা জমা দেওয়ার রশিদ/পে-অর্ডার, মূল পাসপোর্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র নিয়ে 'মালয়েশিয়া সেলে' যোগাযোগ করবেন।

২৭. বিএমইটি'র 'মালয়েশিয়া সেল' কর্মীদের পাসপোর্টে ভিসা স্ট্যাম্পিং-এর জন্য ঢাকাস্থ মালয়েশিয়া দূতাবাসে ফি সহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র উপস্থাপন করবে। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত কর্মীদের বরাবরে ভিসা ইস্যুর ক্ষেত্রে মালয়েশিয়া সরকারের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে গনা হবে।

২৮. ঢাকাস্থ মালয়েশিয়া দূতাবাস কর্তৃক কর্মীর মূল পাসপোর্টে ভিসা স্ট্যাম্পিং-এর পর 'মালয়েশিয়া সেল' যথানিয়মে কর্মীর বহির্গমন ছাড়পত্র গ্রহণের ব্যবস্থা নেবেন।

২৯. প্রত্যেক কর্মীকে পেশা অনুযায়ী বিভিন্ন রঙের ডিজিটালাইজড্ স্মার্ট কার্ড প্রদান করা হবে ।

৩০. 'মালয়েশিয়া সেল' কর্মীদের এয়ার টিকেটের ব্যবস্থা করবে এবং এক বা একাধিক কর্মকর্তা বিমানবন্দরে কর্মীদের বহির্গমন লাউঞ্জে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে বিমানে আরোহনে সহায়তা প্রদান করবে ।

৩১. কর্মীদের Departure এর পূর্বে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর 'মালয়েশিয়া সেল' হতে কর্মীদের ভ্রমণসূচীর তালিকা কুয়ালালামপুরস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন ও নিয়োগকর্তার নিকট প্রেরণ করা হবে এবং তারা মালয়েশিয়ার এয়ারপোর্টে কর্মীদের রিসিভ করার ব্যবস্থা করবেন ।

৩২. মালয়েশিয়া সরকারের নিকট হতে চাহিদা পাওয়ার পর বিএমইটি সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে ৪৫ হতে ৬০ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ হতে কর্মীদের মালয়েশিয়া প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।

৩৩. কর্মীদের মালয়েশিয়া পৌঁছার পর কুয়ালালামপুরস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তা এবং মালয়েশিয়া সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে কর্মীদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করবে ।

৩৪. যদি কোন নিয়োগকর্তা কর্মীকে চুক্তি অনুযায়ী কাজে নিয়োগ না করে অথবা নির্ধারিত কাজ না দিয়ে কর্মীর অমতে অন্য কাজে বাধ্য করে অথবা শারীরিক/মানসিক নির্যাতন করে অথবা চুক্তি অনুযায়ী প্রাপ্য বেতন ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি না দিয়ে কর্মীর সাথে প্রতারণা করে সেক্ষেত্রে মালয়েশিয়ার শ্রম আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে । এ ব্যাপারে কর্মী কুয়ালালামপুরস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের লেবার উইং এ লিখিত অভিযোগ দাখিল করলে বাংলাদেশ হাইকমিশনের লেবার উইং কর্মীকে আইনি সহায়তা প্রদান করবে ।

৩৫. মালয়েশিয়ান নিয়োগকর্তা শ্রম আইন অনুযায়ী কর্মস্থলে কর্মীর চিকিৎসা ও বীমা প্রদান করবে । এছাড়া, কর্মস্থলে কোন কর্মীর মৃত্যু বা অঙ্গহানী হলে শ্রম আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য হবেন ।

৩৬. কোন কর্মী মালয়েশিয়া গমনের পর স্বেচ্ছায়/মেডিক্যাল আনফিট হয়ে/অসুস্থ হয়ে চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে দেশে ফেরত আসলে কিংবা কাজে অযোগ্য বলে বিবেচিত হলে কর্মীকে নিজ খরচে দেশে ফেরত আসতে হবে । এজন্য পরবর্তীতে কর্মী সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তা বা বাংলাদেশ সরকার বা জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর নিকট কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে না ।

৩৭. উভয় সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন কর্মী মালয়েশিয়ার নাগরিককে বিয়ে করতে পারবে না । এছাড়া, কর্মস্থলে হরতাল/ধর্মঘট অথবা ঐ দেশের আইন পরিপন্থী বা অসামাজিক কোন কার্যকলাপে লিপ্ত হতে পারবে না । মালয়েশিয়ার সামাজিক আইন-কানুন অমান্য করার জন্য কর্মীকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হলে উক্ত কর্মীর বিরুদ্ধে দেশেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।

৩৮. ৩৬ ও ৩৭ নং ক্রমিকে উল্লিখিত বিষয়ে মালয়েশিয়া গমণের পূর্বে প্রত্যেক কর্মী ও কর্মীর বৈধ অভিভাবককে ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে ।

৩৯. সরকারিভাবে মালয়েশিয়া গমণের জন্য কোন কর্মী দালাল/মধ্যস্বত্বভোগী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের সাথে কোনরূপ আর্থিক লেনদেন করতে পারবেন না ।

৪০. এই নির্দেশিকার আলোকে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণের যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে তা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে । নির্দেশিকার বিষয়বস্তু সরকার প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন/পরিবর্ধন করতে পারবে ।

Bureau of Manpower, Employment & Training(BMET)

Job Seeker's Registration From (For Malaysia)

Personal Information

Name*	First Name	Middle Name	Last Name
Father's Name*		Mother's Name*	
Spouse Name		National ID (If any)	
Birth Date*		Age	
Marital Status	○ Married ◉ Unmarried	Gender	○ Male ◉ Female
Weihgt (kg)*		Height*	Feet Inches
MRP Passport No (If any)		Passport Issue Date	
Passport Exp.Date		Religion	Islam

Address

Permanent Address		Mailing Address [☐ As Permanent Address]	
Divison*	--Select Division--	Division*	--Select Division--
District*		District*	
Thana/Upazilla*		Thana/Upazilla*	
Post Office*		Post Office*	
Post Code*		Post Code*	
Village/Street*		Village/Street*	
House No (If any)		House No (If any)	
Email (If any)		Email (If any)	
Mobile/Phone*		Mobile/Phone*	

Nominee Information

Nominee Name *		Relation *	--Select Relation--
Address *		Mobile/Phone *	
Contact Person Name (in case of emergency) *		Contact Person Mobile *	

Security Code

Refresh

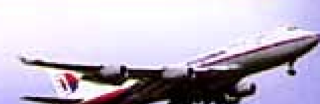

মালয়েশিয়ায় গমনেচ্ছু রেজিস্ট্রেশনকৃত কর্মীদের সাক্ষাৎকারের জন্য নির্ধারিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) ভিত্তিক জেলা বণ্টন

কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি)	*জেলা*
বাংলাদেশ-কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং শেখ ফজিলাতুন্নেছা মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা।	ঢাকা, মানিকগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর
বাংলাদেশ-জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মিরপুর-২, ঢাকা।	মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী
ময়মনসিংহ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মাসকান্দা, ময়মনসিংহ।	ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, জামালপুর, শেরপুর, টাঙ্গাইল
ফরিদপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শ্রীঅঙ্গন, ফরিদপুর।	ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, রাজবাড়ী
চট্টগ্রাম কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।	চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি
কুমিল্লা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কোটবাড়ী, কুমিল্লা।	কুমিল্লা, বি-বাড়ীয়া, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেণী, লক্ষীপুর
সিলেট কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আলমপুর, সিলেট।	সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ
রাজশাহী কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সপুরা, রাজশাহী।	রাজশাহী, নওগাঁ, চাপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর
রংপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তালুক ধর্মদাস, রংপুর।	দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, রংপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম
বগুড়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নিশিন্দারা, শান্তাহার রোড, বগুড়া।	গাইবান্ধা, বগুড়া, জয়পুরহাট
পাবনা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র লক্ষীনাথপুর, পাবনা।	পাবনা, সিরাজগঞ্জ
খুলনা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তেলিগাতি, খুলনা।	সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, যশোর, মাগুরা, ঝিনাইদহ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর
বরিশাল কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সি এন্ড বি রোড, বরিশাল	বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠী, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা

Flowchart for Recruitment Process in Malaysia through G-to-G System